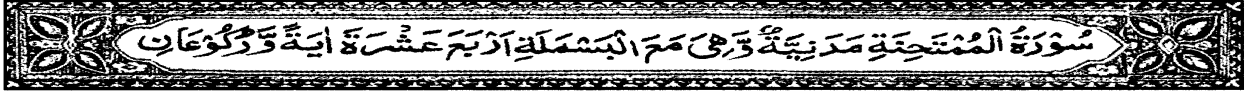


সূরা আল্ মুমতাহানা-৬০

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার বিষয়বস্তু দৃষ্টে বুঝা যায়, পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত এটিও মদীনাতে ৭ম ও ৮ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে ও মক্কাবিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাতে মুনাফিকদের ও মদীনার ইহুদীদের গোপন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের কথা আলোচিত হয়েছে এবং তাদের যথাযোগ্য শাস্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান সূরাতে সাধারণভাবে মু'মিনদের সঙ্গে কাফিরদের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিগুদের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই মুসলমানদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে যে ঐসব কাফির যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরত আছে এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। এই নির্দেশ এত কড়া ও এত ব্যাপক যে এর আওতা থেকে রক্ত-সম্পর্কের নিকট আত্মীয়রাও বাদ পড়েনি। এই নিষেধাজ্ঞার পরে পরেই একটি পরোক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, অতি শীঘ্রই ইসলামের এই অদম্য শত্রুরা ইসলামের ভক্ত অনুসারীতে পরিণত হবে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ব্যতিক্রম কেবল ঐ সকল কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা মুসলমানদের সঙ্গে ভাল প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রাখে। এইরূপ কাফিরদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সদয় আচরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই সূরাতে মুমিন মহিলারা, যারা মক্কা ছেড়ে মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং ঐ সকল মহিলা যারা মদীনা ত্যাগ করে কাফিরদের কাছে চলে গেছে তাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়টি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা মুসলমানদেরকে বুঝাবার জন্য সূরার শেষ দিকে পুনরায় বলা হয়েছে, তারা যেন কোন ক্রমেই ঐ সকল কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা দ্বারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ তাআলার কোপানলে নিক্ষেপ করেছে।



সূরা আল মুম্তাহানা-৬০

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৪ আয়াত এবং ২ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে কখনো বন্ধু বানিও না। তোমরা তাদের কাছে ভালবাসার বার্তা পাঠাচ্ছ^{১০২৮}, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে। তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে বলেই তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকেও (স্বদেশ থেকে) বের করে দেয়। তোমরা যখন আমার পথে ও আমারই সন্তুষ্টি পেতে জেহাদে বের হও (তখন) তোমাদের (কোন কোন ব্যক্তি) গোপনে ভালবাসার বার্তা পাঠায়। অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি ভালো করেই জানি। আর তোমাদের মাঝে যে-ই এরূপ করে সে (জেনে নিক, সে) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ②

★ ৩। তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতে পারা মাত্রই তারা তোমাদের (প্রকাশ্য) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের হাত ও মুখ তোমাদের (বিরুদ্ধে) অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। আর তারা চায়, হায়! তোমরাও যদি অস্বীকার করতে।

إِنْ يَتَفَقَّحُوا يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ③

দেখুন : ক. ১৪১, খ. ৩৪১১৯; ৪৪১৪৫; ৫৪৫৮ গ. ১৭৪৭৭।

৩০২৮। এই নিষেধাজ্ঞাটি অত্যন্ত কঠোর ধরনের। মুসলমানদের নিষেধ করা হচ্ছে যে ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর প্রকাশ্য শত্রু, যারা নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণকে (রাঃ) তাঁদের বাড়ীঘর থেকে বহিস্কার করেছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তাদের সাথে মুসলমানগণ যেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন না করে। এই নিষেধাজ্ঞা এতই ব্যাপকভিত্তিক যে রক্তসম্পর্কের বন্ধনও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। ইসলামের শত্রু আল্লাহর শত্রু, সে যে কেউই হোক না কেন।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে একটি ঘটনার সম্পর্ক আছে। কুরায়শরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করলে নবী করীম (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মনস্থির করলেন। তখন হাতিব বিন আবি বালতাহ্ নামক এক ব্যক্তি মক্কাবাসীদেরকে একটি পত্র লিখে মহানবী (সাঃ) এর আসন্ন মক্কা-অভিযানের কথা জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে এই কথা জানতে পারেন এবং হযরত আলী, যুবাইর ও মিকদাদকে ঐ পত্রবাহকের অনুসন্ধান পাঠান। পত্রবাহক ছিল একজন খ্রীলোক। তারা তার নাগাল পেলেন এবং পত্রখানি নিয়ে মদীনায ফিরে এলেন। হাতিবের দোষ ছিল অতি গুরুতর, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গোপন তথ্য ফাঁস করার অপরাধ। তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার কথা। কিন্তু তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো এই কারণে যে ঐ ব্যক্তি তার এই ধরনের কাজের গুরুতর পরিণতি কি হতে পারে না বুঝেই অসাবধানভাবে কাজটা করে ফেলেছিল। এই কাজের পশ্চাতে কোন দুষ্টবুদ্ধি বা কু-উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল না। প্রসঙ্গত এই সূরার অবতরণ ও উপর্যুক্ত ঘটনা সমসাময়িক। অতএব এই সূরার অবতরণের তারিখ নির্ণয়ে কোন অসুবিধা নেই।

৪। *কিয়ামত দিবসে তোমাদের রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন এবং তোমাদের সম্মানসম্মতি কখনো তোমাদের কোন কাজে আসবে না। তিনি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা পুরোপুরি দেখেন।

৫। ইব্রাহীম^{৩০২৯} ও তার সাথীদের মাঝে *নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, তারা যখন তাদের জাতিকে বলেছিল, “আমরা তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি। আর তোমরা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমাদের এবং আমাদের মাঝে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সূচিত হয়ে গেল। কিন্তু (এ বিষয়ে) ইব্রাহীমের পিতার উদ্দেশ্যে বলা এ কথাটি (ব্যতিক্রম, যখন সে বলেছিল) *‘আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ব্যাপারে আমি কোন ক্ষমতাই রাখি না।’ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার ওপরই আমরা ভরসা করি, তোমার দিকেই আমরা বিনত হই এবং তোমার দিকেই (আমাদের) ফিরে যেতে হবে।

৬। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে অস্বীকারকারীদের জন্য *পরীক্ষার কারণ করো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী (৩) পরম প্রজ্ঞাময়।

৭। *নিশ্চয় তাদের মাঝে তোমাদের জন্য এক উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে, অর্থাৎ তার জন্য যে আল্লাহর (সাথে সাক্ষাতের) এবং পরকালের (কল্যাণের) আশা রাখে। আর যে মুখ ফিরিয়ে রাখে, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহই স্বয়ংসম্পূর্ণ (৩) পরম প্রশংসাজনক।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ①

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ
مَعَهُ ② إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَّلَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَحْدَهُ ③ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُغْفِرْ
لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ لَنَا
رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⑥

দেখুন : ক. ৩১১; ৩১৩৪ খ. ৬৭ গ. ৬৭৯; ৪৩২৭ ঘ. ১৯৪৮ ঙ. ১০৮৬ চ. ৬০৪৫।

৩০২৯। এখানে ইব্রাহীম (আঃ) এর দৃষ্টান্ত এই জন্য দেয়া হয়েছে, যেন ক্ষেত্র বিশেষে সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্কেও সত্য ও আল্লাহর খাতিরে পরিত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা মু'মিন উপলব্ধি করতে পারে। যখন দেখা যায়, কোন ব্যক্তি বা দল সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং সত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বন্ধপরিকর হয় তখন তাদের সাথে মু'মিনের বন্ধুত্ব থাকতে পারে না। ‘কাফারনা বিকুম’ বাক্যটির সাধারণত অনুবাদ করা হয়-‘আমরা ঐ সব অস্বীকার করি যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস কর’। বাক্যটির তাৎপর্য হতে পারে, ‘তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ‘কাফারা বিকাযা’ মানে “সে এই বস্তুর সাথে তার সম্পর্কহীনতা ব্যক্ত করলো (লেইন)।

৮। তাদের মাঝে থেকে যাদের সাথে (আজ) তোমাদের শত্রুতা রয়েছে তাদের ও তোমাদের মাঝে অচিরেই আল্লাহ্ ভালবাসা সৃষ্টি করে দিতে পারেন^{৩০৩০} এবং আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার ক্ষমাকারী।

৯। ধর্মীয় (মতপার্থক্যের) দরুন যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে তোমাদের বের করে দেয়নি তাদের সাথে সদ্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।*

১০। আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা ধর্মীয় (মতপার্থক্যের) দরুন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে তোমাদের বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করে দিতে একে অন্যকে সাহায্য করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম।

১১। হে যারা ঈমান এনেছ! মু'মিন মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে তোমরা তাদের পরীক্ষা করে নিও^{৩০৩১}। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি জানেন। এরপর তোমরা তাদেরকে মু'মিন মহিলা বলে জানতে পারলে তোমরা কাফিরদের কাছে তাদের ফেরৎ পাঠিও না। (কারণ) তারা তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য বৈধ নয় এবং তারাও তাদের জন্য বৈধ নয়। তারা (অর্থাৎ কাফির স্বামীরা এদের বিয়েতে) যা খরচ করেছে তা তাদের পরিশোধ করে দাও। এদের প্রাপ্য মহরানা এদের পরিশোধ করে দিয়ে *তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর *কাফির মহিলাদের সাথে (তোমাদের) দাম্পত্য বন্ধন বজায় রেখো না। আর (এরা যখন কাফিরদের কাছে চলে যায়) তোমরা এদের জন্য যা খরচ করেছে তা (কাফিরদের কাছে) দাবী কর। আর (মু'মিন মহিলারা কাফিরদের কাছ থেকে চলে এলে) তারা (অর্থাৎ কাফিররা) যা খরচ করেছে তা যেন তারা (তোমাদের কাছে) দাবী করে। এ হলো আল্লাহ্‌র আদেশ। তিনি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ
وَهُمْ قَوْمٌ مُّؤَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ①

لَا يَنْهٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ②

إِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَآخَرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ
أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ③

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ فَهِجْرَتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا نَفَقُوا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تَنْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا
مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ④

৩০৩০। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণকে (রাঃ) বলা হয়েছিল যে সত্যের শত্রু হওয়ার কারণে তাদের রক্ত সম্পর্কের নিকট আত্মীয়দের সাথেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে বটে, কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন থাকবে না। তাদের আত্মীয়রা শীঘ্রই সত্যের দিকে আসবে এবং পূর্বের শত্রুতা ভুলে গিয়ে প্রেমময় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। পরের আয়াত থেকে বুঝা যায়, এই নিষেধাজ্ঞা কেবল ঐসকল অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সাধারণ অমুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বা স্থাপন করায় নিষেধ নেই।

★[এ আয়াত আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ধারণার মূলোচ্ছেদ করে এবং সেসব লোকের সাথে সদ্যবহার ও বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে না, যারা মুসলমানদের সাথে ধর্মীয় মতভেদের দরুন যুদ্ধ করেনি বা নিরপরাধ মুসলমানদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দেয়নি। অন্য কয়েকটি আয়াতের ভিত্তিতে এ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে সব ধরনের অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করা নিষেধ। কিন্তু এ আয়াত থেকে জানা যায়, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মতভেদের কারণে আক্রমণাত্মক আচরণ করেনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব কেবল বৈধই নয় বরং

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ এবং ৩০৩১ টীকবা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২। আর তোমাদের স্ত্রীদের কেউ তোমাদের কাছ থেকে কাফিরদের কাছে চলে গেলে, এরপর (তোমরা পরবর্তীতে কাফিরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) পেয়ে থাকলে তা থেকে তাদের (অর্থাৎ যাদের স্ত্রী কাফিরদের কাছে চলে গেছে) সেই পরিমাণ (ক্ষতিপূরণ) দাও যে পরিমাণ (সম্পদ) তারা তাদের চলে যাওয়া স্ত্রীদের জন্য খরচ করেছে^{৩০৩২}। আর যে আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান রাখ তোমরা তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর।

وَرَأَىٰ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُم إِلَىٰ الْكُفَّارِ
فَعَايَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ فَمِثْلَ
مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٣٠٣٢﴾

দেখুন : ক.৪৪৫, ২৫ খ. ২ঃ২২২।

তাদের সাথে সদ্‌ব্যবহারের তাগিদ দেয়া হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩০৩১। মুসলমানরা চরম অত্যাচারের মাঝে মক্কায় দিন কাটাচ্ছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মদীনায়ে গিয়ে মিলিত হওয়াও ছিল খুব বিপজ্জনক। তথাপি মুসলমানগণ আত্মীয়-পরিজন ও সহায়-সম্বল সব কিছু ফেলে সকল বিপদাপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে শ্রোতের মত দলে দলে মদীনায়ে আসতে লাগলেন। এই সব আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। সেই সব আশ্রয়প্রার্থী স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই আয়াতে। মহানবী (সাঃ) এর সতর্কতার এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য হলো, তিনি মক্কা থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের ভালভাবে পরীক্ষা না করে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের আন্তরিকতা সঠিকভাবে যাচাই না করে তাদেরকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করতেন না। তাদের ইসলাম গ্রহণের পিছনে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা তা অতি সতর্কতার সাথে পুংখানুপুংখভাবে যাচাই করার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল তাদেরকে মুসলিম সমাজে গ্রহণ করতেন। এই আয়াত আরো বলছে যে আশ্রিত মু'মিন মহিলার কাফির স্বামীর সাথে আপনা হতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এমতাবস্থায় একজন মু'মিন ব্যক্তি দুই শর্তে তাকে বিয়ে করতে পারেঃ (১) তার অবিশ্বাসী স্বামী তার ব্যাপারে যা ব্যয় করেছে তা ঐ ব্যক্তিকে আগেই পরিশোধ করতে হবে, (২) রীতিমত মহরানা ঠিক করে স্ত্রীলোকটিকে দিতে হবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের স্ত্রী যদি ইসলাম ত্যাগ করে তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ইসলামত্যাগী স্ত্রী যদি কাফির ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায় তাহলে উপর্যুক্ত পন্থাই অনুসরণ করতে হবে। এই পারম্পরিক ব্যবস্থা, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পাদিত হতে পারবে না বরং রাষ্ট্র দ্বারা সম্পাদিত হতে হবে, যেকোন যুদ্ধের সময় হয়ে থাকে। এই আয়াতটি যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। যুদ্ধের সময় মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে ব্যক্তিপর্যায়ে সামাজিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিত নয়।

৩০৩২। যদি কোন মুসলমান ব্যক্তির স্ত্রী কাফিরদের কাছে চলে যায় এবং এমন হয় যে কোন কাফির স্ত্রীলোক মুসলমানের কাছে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আসে কিংবা স্বয়ং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণপূর্বক কাফিরদের কাছ থেকে চলে আসে তাহলে মুসলমান ব্যক্তির স্ত্রীর প্রাপ্য টাকা কাফির ব্যক্তির স্ত্রীর প্রাপ্য টাকা থেকে কর্তন করা যেতে পারে, যদি উভয় দিকের মহরানা সমান সমান হয়। নতুবা ঘাটতির ক্ষেত্রে যেটুকু ঘাটতি পড়ে তা মুসলমানরা পূরণ করে দিবে, কিংবা (কারো কারো মতে) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তা পূরণ করে দেয়া যাবে। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। কেননা কাফিররা মু'মিন ব্যক্তির পলাতকা স্ত্রীকে বিয়ে করলেও তাকে (পূর্ব স্বামীকে) ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করতো।

১৩। হে নবী! মু'মিন মহিলারা যখন তোমার কাছে আসে (এবং এ বলে) তোমার কাছে বয়আত করে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা নিজেদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে মিথ্যা কথা বানিয়ে (তা) কারো প্রতি আরোপ করবে না এবং ন্যায়সঙ্গত (বিষয়ে) তোমার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তুমি তাদের বয়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব করো না *যাদের ওপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তারা পরকাল
[৭] সম্পর্কে সেভাবে নিরাশ হয়েছে^{৩৩৩} যেভাবে অস্বীকারকারীরা
৮ কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى
أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
قَدْ بَيَّسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا بَيَّسَ الْكَافَرُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿٣٤﴾

দেখুন : ক. ৫৮ঃ১৫।

৩০৩৩। “তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে” দ্বারা বুঝায় যে তারা পরকালে তেমনভাবেই বিশ্বাস রাখে না যেমন তারা বিশ্বাস রাখে না যে মৃতেরা কখনো ফিরে আসতে পারে। ‘তারা’ শব্দটি দ্বারা বিশেষভাবে ইহুদীদেরকে বুঝিয়ে থাকবে। কেননা “যাদের ওপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন” কথাগুলো কুরআনে অনেক স্থানে ইহুদীদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।